দৈনিক সংবাদ

তারিখ SEP. 0 ৪ 1999 পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

রাজধানীতে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর এতিম দশা

॥ সালাম জুবায়ের ॥

রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পড়াশোনার মানের অস্বাভাবিক নিম্নগতি, অন্যদিকে জাঁকজমকপূর্ণ বেসরকারি স্কুলের প্রতি নগরবাসীর গভীর আকর্ষণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে গভীর সংকটের মধ্যে ফেলেছে। অত্যন্ত অবহেলা আর অনাদরের মধ্যে এসব স্কুলের দিন কাটছে। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও রাজধানীর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখন পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। গত সিকি শতাব্দীতে রাজধানীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে মাত্র ৫টি।

রাজধানীর কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরেজমিন ঘুরে, শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য মিলেছে। তাঁরা সবাই অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর করুণ চিত্র তুলে ধরেন। যারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন, নিয়মকানুন তৈরি করেন, পাঠ্যসূচি তৈরি করেন, স্কুলে পড়ান (শিক্ষক) এবং পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন (শিক্ষা কর্মকর্তা), তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করে না।

রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখন যেসব সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে তা হলো, মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর অভাব, সচেতন ও শিক্ষিত নগরবাসীর ছেলেমেয়েদের এসব স্কুলে পড়াশোনায় অনীহা, অপ্রতুল পাঠ্যসূচি, অসময়ে ক্লাস চলার কারণে পাঠ গ্রহণের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অনাগ্রহ প্রভৃতি।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, রাজধানীর

এতিম ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

এতিম ঃ দশা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা খুব কম সংখ্যায় ভর্তি হয়। যারা ভর্তি হয় তারা দু'একটি শ্রেণী অতিক্রম করে অন্য ভাল বেসরকারি স্কুলে চলে যায়। এক প্রধান শিক্ষক জানান, নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর এক মেধাবী ছাত্র যখন ক্লাসে ১ম বা ২য় স্থান অধিকার করে তখনই তার অভিভাবক সন্তানকে অন্য ভাল স্কুলে নিয়ে ভর্তি করান। এভাবে একের পর এক ভাল ছাত্র চলে যায়, পড়ে থাকে শুধু খারাপ বা মোটামুটি মানের ছাত্রছাত্রীরা। এসব ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল স্বভাবতই ভাল হয় না। ফলে স্কুলটি কোনভাবেই ভাল স্কুল হিসেবে নাম কুড়াতে পারে না। প্রধান শিক্ষক বলেন, ছাত্র ভাল না হলে শিক্ষকরাও পড়িয়ে তৃপ্তিবোধ করেন না।

জানা গেছে, এমন দশা রাজধানীর ৯০ ভাগ স্কুলেরই।

শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, ঢাকা মহানগরীতে ৩২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আমরা 'আনঅফিসিয়ালি' জরিপ করে দেখেছি, এর মধ্যে ভাল মানের স্কুলের সংখ্যা হবে ৪০ থেকে ৪৫টি। বাকিগুলো আমাদের দৃষ্টিতে মানসম্পন্ন নয়। দেখা গেছে, এসব স্কুলে সচেতন-শিক্ষিত কোন পিতা-মাতার সন্তান খুব একটা ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয় তাদের প্রায় ৯০ ভাগই নিম্ন আয়সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। যেমন কুলিমজুর, রিকশাওয়ালা, গাড়িচালক, শ্রমিক, পিয়ন এমন পেশার লোকদের সন্তান। তারা নিজেরাই লেখাপড়া জানে না, স্বভাবতই সন্তানের পড়াশোনার প্রতি খুব একটা 'সিরিয়াস' নয়।

সরকারি স্কুলে বিনামূল্যে বই দেয়া হয়, ছাত্রছাত্রীদের কোন বেতন দিতে হয় না, তারপরও কেন লোকজন তার সন্তানকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে আগ্রহী হয় না-এমন প্রশ্ন করা হলে রাজধানীর জিগাতলা ও মোহাম্মদপুর এলাকার দু'জন অভিভাবক এ প্রতিনিধিকে বলেন, অধিকাংশ অভিভাবকের লক্ষ্য থাকে এমন স্কুলে তার সন্তানকে ভর্তি করানো, সেখানে সে (সন্তান) এক সাথে এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারে।

জানা গেছে, অনেক ছাত্রছাত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাস করে অন্য বেসরকারি হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে না। এ সমস্যার জন্যও অনেকে সরকারি স্কুলে যেতে চায় না।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য বছরদুয়েক আগে সরকার একটি নিয়ম বেঁধে দেয় যে, রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় সরকারি প্রাথমিক স্কুল থেকে পাস করা কমপক্ষে ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করাতে হবে। এ নিয়ম সব স্কুলে (কয়েকটি বাদে) কার্যকর হয়েছে। কিন্তু এ নিয়মও সরকারি স্কুলের প্রতি ভাল ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।

সম্প্রতি রাজধানী বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে একটি জরিপ করা হচ্ছে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এ জরিপ কাজ চালানো হয়। এ জরিপে কয়েকটি স্কুলের ফলাফল লক্ষ্য করে দেখা যায়, মাত্র ৩/৪ ভাগ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেছেন। এসএসসি পাস অভিভাবকের সংখ্যাও প্রায় ৮/১০ ভাগ।